Road to love

আজহার ফরহাদের

মরমী ও সূফী ভাবনা সংকলন

অন্তরবীণা কী করে বাজে!



Road to love



অন্তরবীণা
কী করে বাজে!

অন্তরবীণা কী করে বাজে!

আজহার ফরহাদের

মরমী ও সূফী ভাবনা সংকলন

Road to love
www.roadto-love.com

অন্তরবীণা কী করে বাজে!

প্রথম ই-বুক প্রকাশনা | রোড টু লাভ কর্তৃক প্রকাশিত
১৫ জুন ২০২০, ০১ আষাঢ় ১৪২৭
ফোন : +880 258157718, মুঠোফোন: +880 1819158983
e-mail : roadtolove@yahoo.com

প্রকাশনাটির সকল লেখা ও বক্তব্যের নৈতিক ও লেখক দায়
সম্পূর্ণভাবে বহন করেন **আজহার ফরহাদ**

এ বইয়ে প্রকাশিত সকল কথা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের নিজের এবং জ্ঞান ও দর্শনমূলক ভাবনার সাথে কারো কোনো সম্পর্ক থাকলে তা একান্তই ভাবনা পরম্পরা, লেখক এর জন্য মুক্ত আলোচনার প্রস্তাব রাখেন।

বর্ণায়ন, পৃষ্ঠাসজ্জা, গ্রন্থ নকশা ও প্রচ্ছদ : রোড টু লাভ
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : **প্রাণাশিস অনু**

ONTORBEENA KI KORE BAJE!
A collection of mystical and sufi thoughts by Azhar Forhad.

www.roadto-love.com



তাহারা চোর, যেহেতু তাহারা গোপনে
মনের মধ্যে বিষয়মোহ চুরি করিয়া রাখে...

–পরমদয়াল মহান মুর্শিদ
সূফী সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী আ.

তাঁর শ্রীচরণপদ্মে...

[সূ চি প ত্র]

পূর্বভাষ দ্বিতীয় জন্মের প্রথম আত্মপ্রকাশ ০৯

মরমী ও সূফী ভাবনা সংকলন ২৩-১৪৬

উত্তরভাষ আত্মোন্মচনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া ১৪৭

দ্বিতীয় জন্মের
প্রথম আত্মপ্রকাশ



পূর্বভাষ

দ্বিতীয় জন্মের প্রথম আত্মপ্রকাশ

এক.

অন্তরবীণা কী করে বাজে! কে বাজায় আর কে সে বাজনার সুর শোনে? এসবতো সহজ কথা নয়। সাধারণের মনের ভেতর এসব কথা রেখাপাত করে না সহজে। কিন্তু এ সাধারণ মানুষই আবার মাঝে মাঝে অসাধারণ বোধ-বুদ্ধি ও অনুভবের সহযাত্রী হয়ে ওঠে; তাকে নাড়া দেয়, জাগ্রত করে অসামান্য বোধ ও বিবেচনার ছোট ছোট প্রকাশ। নিতান্ত স্বার্থপর মানুষটিও একসময় পরার্থপর হতে চায়, পেরে ওঠে না সময়বেষ্টনী ও জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতায়। সে ফিরে আসে, সম্বিত হয় নিজের বাস্তব ও জান্তব জগতের।

মানুষের নিজের প্রতি দরদ ও আগ্রহের কমতি নেই কিন্তু মায়াপরবশ হয়ে কালে কালে নিজের কাছ থেকে দূরে থেকে মায়াবন্ধন তৈরি করা ছাড়া সত্তার সাথে গড়ে ওঠে না তার বন্ধুত্ব

ও প্রেম। বাইরের দুনিয়াকে হাতড়ে, হাসিল করতে চেয়ে এমন এক ভাবনা গড়ে ওঠে ভেতরে যে এখানেই বুঝি জীবনের প্রাপ্তি ও সুখ। স্বাচ্ছন্দ্যের বদলে সচ্ছলতা, স্বস্তির বদলে সার্থকতা তাকে ভুলিয়ে রাখে–সংসার ও কর্মজীবনের নানা জটিলতায় নিজেকেই ভুলে গিয়ে নিজের ভাবমূর্তিকে সঙ্গী করে তোলে এবং সাজাতে চায়।

মানুষের ধর্ম আজ বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত, বৈচিত্র্যের ভেতর ঐক্যের বদলে নিদারুণ বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ তাকে এমন করে তুলেছে। এ একাকীত্বের ভেতর দিয়ে সে পরিণত হচ্ছে স্বার্থপরে। ব্যক্তিস্বার্থ-পরিবারস্বার্থ-সমাজস্বার্থ-জাতিস্বার্থ-ধর্মস্বার্থ এসব নানা স্বার্থপরতাকে সে সার্থক করে তুলতে চায়। ফলে তার রাজনীত ও ধর্মচিন্তাও হয়ে উঠছে রুগ্ন ও কূপমন্ডুক। সভ্যতার বিজয়রথের ডঙ্কা বাজছে ঠিকই কিন্তু নিশান বরদার হয়ে ওঠা ছাড়া মানুষের তেমন কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। নিজেকে হারিয়ে আর সবকিছু নিয়ে ব্যস্ত সে এবং এ হারানোর বেদনা যখন পেয়ে বসে তখন অপরিসীম শূন্যতাবোধে পতিত হয়েও সমাধানের পথ খুঁজে পায় না, এমনকি বেশিরভাগ মানুষ টেরই পায় না তার দুরবস্থা।

জীবনধারণের সমসাময়িকতা ও বাস্তবতায় অভ্যস্ত তার মন ভিন্ন কিছু ভাবার সময় পায় না, বিপণনযোগ্য পণ্যের মতো সে নিজেও পণ্যে পরিণত হবার প্রচেষ্টারত।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এমনই। একটা ভুল ধারণা রয়েছে অনেকের যে বর্তমান সময়ের চেয়ে অতীত অনেক ভাল ছিল। এমন অস্বাস্থ্যকর চিন্তার পেছনে রয়েছে তার বর্তমানকে উদযাপনের অভাব ও হতাশা। অপ্রাপ্তির বেদনা হতে প্রাপ্তির পুরনো গল্পকে আলোকিত করে মন ও মগজে গেঁথে নেয়ার মতো দুরূহ কাজ তার করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু মানবসমাজ সচল ও সদা-অগ্রসরমান। কোনোমতেই আগের সমাজব্যবস্থাকে বর্তমানের মাপে অতিমূল্যায়ন ঠিক নয়। মানবতা-প্রগতি-বিকাশ এসব ক্ষেত্রে আগের সমাজজীবন যে আরো করুণ ছিল সে কথা অস্বীকার করারও উপায় নেই। এটা নির্ভর করে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের ওপর। যে সমাজে তা বর্তমান সে সমাজ অবিকশিত ও অমানবিক।

আজকের পশ্চিমা বিশ্বালোক যা মূলত ইউরোপিয়ান ভাবধারার পরিণতি সে সমাজের অতীত কতটা খারাপ ছিল তা বলার

অপেক্ষা রাখে না। আবার ভবিষ্যতের যে সংকটের কথা আমরা ভাবছি, ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি তার পেছনেও কাজ করছে সে একই সমাজ-রাজনীতির চক্র। মানুষের হাতে গড়া মানুষের ভবিষ্যত মানুষের হাতেই বন্দী হয় বারবার। কিন্তু এতো হলো উপরিতলের কাঠামো ও জীবনপ্রবাহের কথা, ভেতরের শক্তিমত্তা ও অনুভবের দিকে তাকানোর সময় হয়েছে এবার।

মানুষ বড় একা। নিজের ভেতর নিজেরই সে একাকীত্বকে কাটিয়ে ওঠার সময় নেই, সুযোগও নেই। শৃঙ্ক্ষলা ও জীবনচক্রের নিয়মের জালে বন্দী সে। এ শৃঙ্ক্ষলাটি কার তৈরি, কারা বনিয়েছে? উত্তর কঠিন নয়, আগের মতো এখনো সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতির প্রক্রিয়ায় তা নির্মিত হচ্ছে। এর পেছনে কলকাঠি নাড়ে নানা মতাদর্শ ও ভাবনা-কাঠামো। একদিকে সমাজ পরিবর্তনের দিশা আরেকদিকে আদর্শ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় গবেষণা।

পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন হয়ে উঠেছে উদ্দ্যেশ্যমূলক গবেষণার ভাগাড়। তত্ত্ব ও প্রয়োগমূলক চিন্তার মতাদর্শিক পরম্পরাই ভবিষ্যতের সমাজকাঠামোকে চিহ্নিত করছে; রাষ্ট্রচিন্তায়ও ঘটছে ধারাবাহিক পরিবর্তন। কিন্তু মানুষের বাহ্যিক ও

প্রদর্শনমুখী জীবনপ্রবাহকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সে হারিয়ে ফেলছে তার অন্তর্গত সত্তার সৌন্দর্য ও আত্মানুভব। এ সত্তা ও আত্মানুভবকে সে আগে খুঁজে পেতো ধর্মদর্শন ও সংস্কৃতির ভেতর কিন্তু এসবের বর্তমান যে সংকট তার পরিপ্রেক্ষিতে সে হয়ে উঠছে আরো দিশাহীন। সত্তার সঙ্গতিহীন মানবনির্মিত জীবনাদর্শে পঙ্গপালের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে ঠিকই কিন্তু থিতু হতে পারছে না।

তার নিজের কোনো দেশ নেই, আজকের এ বিরাট বিশ্বগ্রাম বা Global Village কোথাও তার দেশ নেই কারণ, সে নিজের কাছে অচেনা, নিজেকেই যেন বুঝতে পারছে না, পরিচয় ঘটছে না নিজের সঙ্গে, নানা মুখোশ পরে আছে সম্পর্ক-আদর্শ-সমাজ-পরিবারের। এভাবে চলতে গেলে ভেঙে পড়বেই, তার ভেতর একসময় তৈরি হবে বিতৃষ্ণ চরমপন্থা। সবকিছু ভেঙে-চুরে পেতে চাইবে অন্ধের বাসনা। বিশ্বজুড়ে আজকের যে অস্থিরতা, মানুষের সুন্দর মুখশ্রীর অন্তরালে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, একে ঘোচাবার সহসা কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না।

মনের বিকাশ না ঘটলে মন থেকে বিষকে বের করা যায় না। দুধ থেকে যেমন ছেনে তুলতে হয় মাখন তেমনি মন থেকে বিরাম

করে করেই বিষাক্ত চিন্তা ও আদর্শকে বর্জন করতে হয়। আজকের এ সময় যেখানেই সে আছে, প্রার্থনাগৃহ হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সবখানেই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার বিষ। বিষে বিষে নাশ হচ্ছে অস্তিত্ব। অন্তরের ডাক শুনতে পাবার প্রবণতা লোপ পাওয়া মানুষ ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে নিজের মন ও হৃদয়ের ওপর যে অবিচার করছে তার হিসেব করা কঠিন। যে কারণে সুকুমার শিল্পকলার দিকে তাকালেও দেখা যায় এ বিষের প্রভাব। চারদিকে বিষাক্ত হয়ে উঠছে সব। যে ছবি আঁকছে, স্থাপত্য গড়ছে, গান গাইছে, লিখছে, সিনেমা বানাচ্ছে–বিষকেই লেপ্টে দিচ্ছে যেন। সময়ের চালচিত্রের অনুপম বর্ণনাই শিল্প নয়, ভেতরের শক্তিমত্তা ও সজীব প্রেরণার অভাব ঘটলে তা হয়ে উঠবে অনুকরণমাত্র।

আমাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে এ সংকট প্রবল। চরিত্রকে ছাপিয়ে, বুদ্ধিকে ছাপিয়ে, মন ও প্রাণের সম্মিলিত জাগরণ ঘটছে না–আত্মময়তা, সেতো দূরের কথা। একটা অপরিণত মানসিকতাকে জোরপূর্বক চিন্তা ও মতাদর্শের আরক গিলিয়ে আর যা কিছুই হোক কল্যাণমুখী ও আত্মজ্ঞানমূলক

সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যেতে পারে না। তার পেছনে বড় কারণ হলো সমাজে মানুষ হয়ে ওঠার প্রবণতার চেয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রবণতাই বেশি এবং একই কারণে মহামানবের ঘাটতিও প্রতীয়মান।

আজকের দুনিয়া হচ্ছে কাঠামোবাদী চরম পরাকাষ্ঠার যুগ। কী ধর্ম কী বিজ্ঞান একটা ছকে তৈরি চিন্তা ও আদর্শের ভেতরই সবকিছুর মানদণ্ড! এর বাইরে একটু গেলেই তা বিপথগামী ও ভ্রান্ত। কিন্তু মানুষের স্বভাবধর্মকে চিনে নেয়ার ও তার অস্তিত্বকে জানতে চাওয়ার সুযোগ কোথাও নেই। সৃষ্টিশীলতার পথ হলো সজীব ও মূর্ত হয়ে ওঠা। জীবন্ত বোধ ও ভাবনাই মানুষকে মানবিক করে তোলে। স্রষ্টার ভাবনাও এ জীবন্ত বোধের বহিঃপ্রকাশ, স্রষ্টার কল্পনার মূলে তার নিজেকে আবিষ্কারের বাহানাই।

আজকের সংকট যে স্রষ্টার নয়, স্রষ্টাকে হারিয়ে ফেলে তাঁকে উদ্ধারের জন্য সংগ্রামে নামতে হবে তাও নয়, আজকের মূল সংকট মানুষকে উদ্ধার করা। বিশ শতকের মৃত মানুষকে একুশ শতকে এসে উদ্ধার করতে হবে যুগপৎ স্রষ্টামুখী প্রকৃত জাগরণে,

কোনো বিশেষ ধর্মকল বা আদর্শ-মতাদর্শের গণ্ডগোলের ভেতর নয়।

মানুষের গড়পড়তা জ্ঞান ও বুদ্ধির আজ একটা সাম্যতা এসেছে। এ সাম্যতা যতটা পরিস্থিতিমুখী ততটা পরিবর্ধনমুখী হয়ে ওঠেনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইন্টারনেটের অবাধ প্রবাহের ফলে অগভীর এক পারিপার্শ্বিক যোগ্যতা তার ঠিকই তৈরি হচ্ছে কিন্তু নিজের কথাকে, ভাবনাকে ভাষা দেবার প্রকৃত ভাষাপ্রকাশ তার লোপ পেয়েছে। সহজ হয়েছে জীবনযাত্রা কঠিন হয়েছে আত্মবোধ। সবকিছুতেই একটা অগভীর সহাবস্থান ঘটানোর প্রবণতা এবং অবেশেষে তা-ই তাকে বিরূপ করে তুলছে; অমানবিকও। তাকে পরিচালিত করছে অন্যকিছু, ঐশ্বরিক ধর্মীয় আদর্শগুলোও এখানে ধরাশায়ী।

মহামানবের সংকট এখন প্রবল। একটা স্থবিরতা বিরাজ করছে এবং তা কতদিন চলবে জানা নেই। সংকট কেন্দ্রীভূত না হলে এর বড় সমাধানও গড়ে ওঠে না। সংকটকে ঘনীভূত হয়ে একটা বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হতে হবে। কিন্তু এখন সংকটের রয়েছে নানা কেন্দ্র, যে কারণে বিরাট এক পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো

আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন মানবের ভেতর মহামানবের জাগরণ সম্ভব নয়। বোধ করি আজকের প্রধান সংকট এটাই।

দুই.

সংকলিত এ বইতে যেসব কথামালা বা বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আমার পরমারাধ্য গুরু বা মোর্শেদ **সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী আ.** এর অনুভব হতে পাওয়া ভাবনাপ্রসাদ। হতে পারে এর ভেতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, হতে পারে তাঁর অখণ্ড ও অম্লান আলোকিত মোহাম্মদী চেতনার স্পর্শালোকে আমি বিশেষ সংযোগ স্থাপন করতে পারিনি কিন্তু এসবের ভেতর একটুও নিজের অসাড় ও জড়চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে বলে বিশ্বাস করি না। যদি তা হয়ে থাকে সবাই আমাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং ভুলগুলো ধরিয়ে দেবেন।

জ্ঞানের পথে, ভাবনার পরিভ্রমণে যতদিন গুরুহীন ছিলাম ততদিন টের পাইনি জীবনের গভীর ও বিস্তৃত অর্থবহতাকে।

দৃশ্যত অর্থহীনতার সীমা ডিঙিয়ে যে এ অর্থবতহতাকে খুঁজে পেতে হয় তার দেশনা মহান গুরুর কাছেই পেয়েছি। আমার দুর্ভাগ্য যে তিনি পর্দা নেবার আগে প্রকৃতঅর্থে তাঁর কাছাকাছি থাকা সম্ভব হয়ে ওঠেনি এবং অবিস্মরণীয় মোহাম্মদী কোরানদর্শনের আলোকে মৃন্ময় এ ভাবনাবিশ্বকে চিন্ময়রূপে দর্শন করার প্রবণতাও তৈরি হয়নি। কিন্তু তাঁর বাহ্যিক তিরোধানের পর অধমের প্রতি তাঁর দয়াপরবশ লীলা ঘটেছে বলেই সামান্য আলোর উন্মোচন ঘটেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। হয়তো এ মানবজন্মে এটাই আমার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি এবং আর কোনো প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে পেছনে রেখে আমার মৃত্যু হলে আত্মার শান্তির জন্য তা যথেষ্ট বলেই মনে করবো।

এ সংকলন আমার দ্বিতীয় জন্মের পর প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রাতিষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক গুরুবাদে দীক্ষা তিনি প্রদান করতেন না এবং মুক্তধর্মের প্রবক্তা হিসেবে আধ্যাত্মিক মরমী ও সূফী-ফকিরি পরম্পরাকে সাবলীল ও দলীয় ঘেরাটোপমুক্ত এক সচল প্রান্তররূপে মেলে ধরেছেন। সে অর্থে তিনি আমার মানসগুরু। আমার দীক্ষা ও শিক্ষার সর্বৈব অধিকার তাঁরই এবং পরবর্তী সময়ে যে

মানুষগুরুর আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে দিনযাপন করেছি, মোহাম্মদী সত্তাগণ অবিচ্ছিন্ন ও একক বলেই জ্ঞান করেছি। ফলে বিভাজিত ও খণ্ড খণ্ড বোধ নিয়ে আমার গুরুভাবনা গড়ে ওঠেনি, একই আলোর নানা বিচ্ছুরণে আমি তাঁকেই আমার প্রাণেশ্বররূপে সকল মহামানব ও গুরুদের সূরত বা মুখশ্রীতে শোভাবর্ধন করতে দেখেছি।

মানবমনের সীমাবদ্ধ প্রাচীর ভাঙা কঠিন। এ কঠিন কাজ কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন দক্ষ নেতার তেমনি মন ও চিন্তার পরিবর্তনে বিশেষ করে আত্মজাগরণমুখী পরমার্থ সন্ধানের লক্ষ্যে একজন মহৎ গুরু বা মোর্শেদের কৃপা ছাড়া কোনোকিছুই সম্ভব নয়। যিনি ধর্মের কালের রাজা, প্রচলিত রুগ্ন ধর্মচিন্তা ও আদর্শকে বিপুল শক্তি ও ভালোবাসায় আঘাত করতে জানেন, মুক্তির পথে মুক্তিকামী মানুষকে টেনে নিতে পারেন কোলে। এ কোল যেন বিশ্বরূপ মাতৃক্রোড়। তিনি কেবল গুরু নন গুরুদেরও গুরু, অবতারের অবতারী, তাঁর সিরাত হতে পুলসিরাতের বৈতরণী মেলে, তাঁর স্বভাব হতে মহাভাবের দিশা পাই, তাঁর কথা হতে অটুট তৌহিদের

ভারসাম্য দর্শন করা যায়, তিনি দ্রষ্টা ও দর্শনদাতা, তাঁর একটি কথাও মানবিক দুর্বলতার প্রমাণ বলে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। চিত্তের বিকারমুক্ত এমন মোহাম্মদী সত্তা বিরলপ্রজ। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের সময়কালেই আমরা তাঁকে দর্শন করতে পেরেছি এবং তাঁর মহাভাবের প্রসাদ লাভ করেছি।

অন্ধকে তিনি কেবল দৃষ্টিদানই করেননি দর্শনগ্রাহ্য জীবনের সহায়ক করে তুলেছেন।

১ আষাঢ়, ১৪২৭–লালমাটিয়া, ঢাকা

মরমী ও সূফী
ভাবনা সংকলন



[দেখা]

যে দেখতে পায় সে আসলে দেখার
চেষ্টা করে না, চোখ **বুঁজে** থাকে...

[না দেখা]

যে দেখে না, তারই কেবল দেখার নানা
কৌশল; খোলা চোখ কিন্তু **বন্ধ** দৃষ্টি...

[নিজের দেখা]

যা দেখোনি তা মেনে নেবার চেষ্টা করো না, কিন্তু যা তোমার হৃদয়বৃত্তিকে **তোলপাড়** করে তোলে তাকে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না; কিন্তু ঘুণাক্ষরেও পরের মুখে **ঝোল** খেয়ো না...

অন্ধ যেমন করে দেখে তুমি তেমন করে দেখতে পাও না,
অন্ধের চোখ তোমার চেয়ে গভীর; তুমি অন্ধ নও, **বন্ধ**...

[জীবন]

একটা মানুষ **সারাজীবন** একটা জীবন কাটাবে
এটা ভাবতে পারাই অসুস্থতা...

[জীবন]

জীবনকে যারা ছোট ভাবে তারাই ছোটাছুটি করে সময় নষ্ট করে, জীবন হলো বিন্দুর ভেতর **সিন্ধুসম** মহাপ্রকাশ...

[অজ্ঞানী]

অজ্ঞানীর সবচেয়ে বড় প্রবণতা হলো **জ্ঞান** দেয়া...

[জ্ঞান]

যা জানো তা জ্ঞান নয়, যা জানাতে চাও তাও নয়,
যা তোমাকে খুব ভেতর থেকে **ধাক্কা** দেয় তাই জ্ঞান...

[জ্ঞান ও আধার]

একটি বড় গ্রন্থাগারের চাবি হাতে তুলে দিলে তুমি পাঠক হবার বদলে **গ্রন্থাগারিক**ও হয়ে উঠতে পার। যে বই ভালোবাসে, বইয়ের পাতায় পাতায় পরম মমতায় হাত বুলায় সে **পণ্ডিত** না হয়ে **প্রেমিক**ও হতে পারে।

জ্ঞান সবচেয়ে বিমূর্ত চিন্তাকল্প; যাকে খাপে খাপে তরোয়ালের মতো কিংবা সংবাদবাহক কবুতরের মতো যে যার কাজে লাগাতে চায়। বলি কি, জ্ঞানকে নয় জ্ঞানের **আধার**গুলোকে বুঝতে শেখো, যা পাবে তা তোমাকে ঠকাবে না...

[জ্ঞান]

জ্ঞান হলো নিরন্তর প্রজ্জ্বলন, যার ভেতর
প্রশান্তি নেই কেবল **নিঃশেষ** হওয়া...

[গাধা ও শৃগাল]

গাধা, নিজের **বোঝা** সম্পর্কে সচেতন হলে
আর গাধা রইতো না, শৃগালে পরিণত হতে...

[অভিজ্ঞান]

অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু যার অভিজ্ঞান নেই তার কথা, কানের পর্দায় পানের পিকের মতো...

[যুক্তি]

যুক্তিতে এতো **ধার** দিও না যেন তা খাপকেই কেটে ফেলে...

বুদ্ধিপ্রয়োগে যে ধরা খায়নি সে এখনো জ্ঞানী
হতে পারেনি; এমন বুদ্ধিমানরাই **নেতিমানব...**

[কথা]

নিছক **ব্যক্তিগত** কথা মানুষকে বলতে যেও না, বলো
সে কথা যার ভেতর তুমি নেই কিন্তু তা তোমারই কথা...

[টপকানো]

অন্যকে টপকে যাবে সহজেই কিন্তু নিজেকে পারবে না,
নিজেকে টপকানো সবচেয়ে **কঠিন** কাজ...

[দৌড়]

ঘোড়দৌড়ে সামিল হয়েও একসময় দেখতে পাবে গাধাকে এবং তা নিজেই; যদি না বুঝে দৌড়াতে শুরু করো। প্রাণিজগতের দিকে তাকাও, কেউ আক্রমণ না করলে, দুর্যোগ না ঘটলে দলবেঁধে ওরা দৌড়ায় না।

মানুষ আজ দৌড়াচ্ছে, কেন? কিছু না কিছু তাকে তাড়া করছে...

[ভুল]

ভুলকে বুকের ভেতর **পুষে** রেখে লাভ নেই, হয়তো দেখা যাবে বলতে বলতেই ভুল শুধরে গেছে...

[মগজ ও হৃদয়]

মগজের কারবার করলে **উন্নতি**র শেষ নেই, যশ ও সুনাম তার পা-চাটা কুকুর; হৃদয়বৃত্তি যার আছে তার **জ্বালা**র শেষ নেই, কিন্তু আনন্দ তার পা-চাটা কুকুর...

[চিন্তা ও চিতা]

চিন্তা করতে করতে যার এ চিন্তার বিরুদ্ধেই প্রয়োজনে দাঁড়াতে হয় না, তার জন্য চিন্তাই **চিতাকাঠ;** আগুন লাগা সময়ের ব্যাপারমাত্র...

[ধৈর্য]

একটি **সুন্দর** জীবন অসুন্দর হয়ে ওঠার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠাই দায়ী, ধৈর্য আছে যার তার জন্য সুন্দরের অন্তর্গত সঙ্গীত অপেক্ষমাণ...

[বোধ]

উচ্চতর বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য পৃথিবী স্বর্গ ও নরক দু'টিই, **অনুচ্চ** বোধ যার তার জন্য যে কোনো একটি...

[স্বাদ]

বিষাদেরও স্বাদ নাও, অকারণ কিছু নেই জগতে...

[বৈচিত্র্য]

একই খাবার বারবার খেতে হয় অন্য খাবার নেই বলে, একই কাগজ বারবার ওল্টাতে হয় অন্য কোন কাগজ না থাকার ফলে। বৈচিত্র্য জীবনকে **প্রসন্নতা** দেয়; এর অভাবে ঘটে **অবসন্নতা**।

একই জীবন আমরা কাটাই না, জীবন থেমেও থাকে না। একই আলো সকালে-দুপুরে-বিকালে-রাতে কেমন বৈচিত্র্যময়! যদি তুমি **চিত্র**কে চিনতে পার তবে **বিচিত্র** তোমাকে বিভ্রান্ত করবে না বরং বৈচিত্র্যের আনন্দ দেবে এবং নিজেকে খুঁজে পাবে সহজ ও মুক্ত মানুষরূপে...

[ভিন্নতা]

প্রতিটি মানুষের গভীরতা তার নিজস্ব; পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন,
যেমন প্রতিটি মানুষের কাছে **প্রকাশিত** ঈশ্বরের রূপ ভিন্ন...

[ধর্ম]

যৌবনকালে নিজের ধর্মকে খুঁজে না পেলে বৃদ্ধকালে পরের ধর্মে উটপাখির মত **মাথা** গুঁজে দিতে হয়...

[প্রেম]

প্রেম কি?
–টানাপোড়েন, প্রতীক্ষা, বেদনা, শূন্যতা, অস্তিত্বকে ভুলে যাওয়া।

যেখানে প্রেম নাই সেখানে কি আছে?
–প্রাপ্তির ছোট ছোট পৃথিবী, যেখানে **মানুষ** হারিয়ে যায়...

পাগলামি সম্পর্কে আমরা জানি না বলেই **পাগল** হতে পারি না, কিন্তু সুস্থতার ভান করি। যে রোগের পাগল হয়ে ওঠাই একমাত্র প্রতিষেধক, সে রোগের নাম প্রেম...

[প্রেম-ব্যবসায়]

তুমিই তোমার মৌমাছি, তুমিই তোমার মধুখোর ভালুক;
যদি **মৌয়াল** হতে পার তবে শিখে যাবে প্রেম-ব্যবসায়...

[মরমী চেতনা]

বিনা মরমীচেতনায় তুমি **অধ্যাত্মবিদ** হতে পারবে কিন্তু তা ধাতু-পরিচয় ঘটালেও অলঙ্কার-শিল্পী বানাতে পারবে না...

[খোলা বই বন্ধ বই]

মরমী দার্শনিকের কাছে জীবন একটি খোলা বই, যা দিয়ে তিনি অনেক বন্ধ বইয়ের জন্ম দেন এবং যা তোমরা মাঝে মাঝে খুলে দেখো...

[ধীরে খুব ধীরে]

একটু একটু করে জানার চেষ্টা করো এবং তা নিজের জীবনের সাথে যুক্ত করে। একটা সামান্য **ঘাস**ও কত ধীরে বড় হয়, ফুলের **কলি** মুহূর্তেই ফোটে না।

তুমি ঘাসের মতো বা ফুলের কলির মতোই সময় দিতে শেখো কিংবা বিশ দিনে নধর দেহের একটি **ব্রয়লার** মুরগিতে পরিণত হও...

[খাঁচা]

একটা **পাখি** কখন মানুষের মতো কথা বলে? সে যখন বন্দী হয়, পোষ মানে। একটা **মানুষ** কখন পাখির মতো কথা বলে? সে যখন মুক্ত হয়, বিশ্বচরাচর নামের এক প্রকাণ্ড খাঁচায়...

[সীমাবদ্ধতা]

পাখি খাঁচাকে না চিনলে তার মুক্তির প্রশ্ন আসে কী করে? যে মাছ কাচের বোতলকেই জীবন মনে করে সে কেমন করে জানবে ধারাজলের কথা? ইচ্ছা-অনিচ্ছার **শেকলবন্দী** মানুষ কী করে বুঝবে এর বাইরেও আছে এক অমৃত জীবন!

সবার আগে বোঝা জরুরী সীমাবদ্ধতা; যেমন করে একটা চড়ুইপাখির ছানা ডিমের খোলসকে বুঝতে শেখে এবং ভাঙে...

[কারাগার]

আমি যতক্ষণ **ভুল** করি ততক্ষণ কথা বলি, লিখি;
যদি তা না করতাম তবে কথা ও লেখার কারাগারে
মৃত্যুবরণ করতাম...

[উন্মুক্ত কারাগার]

দূর থেকে পাহাড় দেখতে চমৎকার হলেও সেখানে বাস করা কঠিন। আবার পাহাড়ের ওপর থেকে সমতল ভূমিকে খুব সুন্দর দেখালেও সেখানে বসবাস করা আরো কঠিন। সাধুর কাছে কঠিন ভোগীর জীবন, ভোগীর কাছে সাধুর জীবন আরো কঠিন।

যে মানুষ সাধুও নয় ভোগীও নয় সে **মুক্তমানুষ**, তার কাছে পাহাড় বা সমতল সমার্থ; জীবনটাই এক উন্মুক্ত-কারাগার...

[ছোটাছুটি]

যদি বুঝতে পারতো শান্তি তার ভেতরেই বিরাজমান
তবে মানুষ ছুটতো না কিছুতেই; কিন্তু দীর্ঘ ছোটাছুটির
পর তার যে **প্রশান্তি** জাগবে নিজেকে খুঁজে পেয়ে
তা হতে সে বঞ্চিত হতো...

[ছোটা]

আমরা **ক্ষুধা**র পেছনে ছুটি না ছুটি খাবারের পেছনে, সম্মানজনক জীবিকার চাইতে মান ও অহমিকার জীবনে আগ্রহ বেশি...

তীরবর্তী আনন্দ-আশ্রমটিকে ভাঙতে **নদী**
একটুও দুঃখ পাবে না; তুমি বরং দুঃখ পাবে
নদীর প্রশান্ত রূপটিকে না দেখতে পেয়ে...

[মানে]

বেঁচে থাকার জন্য বাঁচার মানে নেই,
কেন বেঁচে আছি তা বোঝার জন্যই **বেঁচে** থাকা...

[সুখ]

সুখের ভেতর গোবর লেপা উঠানসহ ঘর আছে, সে উঠানে বসে সবার পক্ষে **সুখী** হওয়া সম্ভব নয়...

[দুঃখ]

যে লোকটা জানলো না সুখে থাকার দুঃখ
সে তো সুখের ভেতর **মরে** আছে...

[দুঃখ ও সমর্পণ]

দুঃখের কাছে **আত্মসমর্পণ** নয়, দুঃখকে জানার চেষ্টা করো। দেখবে দুঃখই তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে; কি করে?

তুমি তখন প্রতিটি বেদনার গভীর **অর্থবহতা** খুঁজে পাবে এবং সুখের জন্য মরিয়া হবে না...

[গভীরতা]

তুমি যত গভীরতর হবে তত **দুঃখ** বাড়বে,
চিৎকার করেও তা দূর করতে পারবে না...

[তলদেশ]

প্রশান্ত চেহারার ভেতর ভাবনারা প্রশান্ত হয় না সবসময়; সাগরের তলদেশে টের পাওয়া যায় না **অশান্ত** রূপ, কিন্তু মানুষের মুখই তার ভাবনার তলদেশ...

[ব্যথাফুল]

প্রেমের জীবনই সবচেয়ে বেদনাময়, এর
একেকটি বেদনার অন্তে অসংখ্য ব্যথাফুল ফোটে...

[সময়]

সময়ের একমুহূর্ত আগেও **কলি** ফোটে না, **শিশির**
ঝরে না; তুমি কেন অসময়ে ফুটতে চাও...

মোমবাতিকে বারুদের সামনে ধরলে তাতে **আগুন** ধরবে না, বারুদ ঘষেই আগুন বের করতে হয় ও মোম জ্বালাতে হয়। বারুদের ভেতরের আগুন কোথায় ছিল?

মানুষের ভেতর যেমন **ঈশ্বর** থাকেন। ওই আগুন যতক্ষণ মোমেই থাকে ততক্ষণ তুমি তাঁকে দেখতে পাবে না, যদি তোমার মনকে প্রজ্বলিত করে তবেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।

যতক্ষণ তাঁকে না দেখছো ততক্ষণ জানোই না যে তুমি ঈশ্বরের অবর্তমান। ঈশ্বর বর্তমান হলে শয়তানের অস্তিত্ব থাকে না, ঈশ্বরের অবর্তমানই **শয়তান**...

[ডাকা]

বিপদেই কেন **আল্লাহ**কে ডাকবে? সুসময়ে ডেকো তাঁরে, বিপদে তো তিনি তোমায় ঢাকবেন...

[প্রবৃত্তি]

প্রবৃত্তির **দমন** সহজ কথা নয়, অবদমনে গিয়ে ঠেকে। এমন কিছুর নিকটতর হও যা তোমাকে ভুলিয়ে দেবে তার কথা, সেটা কী? তুমি নিজেই বের করতে পারো, যদি তোমার ভেতর **সহজমন** থাকে...

সৎসঙ্গ কঠিন; অসৎসঙ্গ জলের ন্যায় সহজ। সৎসঙ্গ মনে তৃপ্তিহীন সন্তোষ আনে, কিন্তু অসৎসঙ্গ সন্তোষহীন তৃপ্তি দিতে পারে। প্রসন্নতার পরিচয় যার মনে নেই সে জানে না **তৃপ্ত** হওয়া কাকে বলে?

স্নানের তৃপ্তি, আহারের তৃপ্তি, নিদ্রার তৃপ্তি এসকল নানা তৃপ্তির জপের মালা যে নিত্য জপে সে কি করে জানবে সন্তোষ থাকে প্রেমের ভেতর, প্রার্থনায় নয়। যার **সন্তোষ** আছে প্রসন্নতার তার সৎসঙ্গ জারী থাকে সবসময়...

শুধু **অর্থ** উপার্জনই উপভোগ্য হয়ে ওঠা একটি বিকৃত বাসনা, অর্থ উপার্জনের পদ্ধতিকে উপভোগ করতে পারাই উপার্জনের আনন্দ...

[মানুষের জেগে ওঠা]

সমাগতভাবে জেগে ওঠার নাম **জাগ্রত** হওয়া নয় **জোরালো** হওয়া। জাগ্রত হওয়া যায় কেবল নিজের ভেতর, নিজের বোঝাপড়া, সংকল্প, দ্রোহ, ভালোবাসা ও স্বপ্ন নিয়ে।

একটি মানুষের সাথে আরেকটি মানুষের জেগে ওঠা সমানভাবে হয়ে ওঠে না তাই সমাগত বা দলবদ্ধভাবে মানুষ জাগ্রত হতে পারে না। সামাজিক জাগরণের সকল গল্পই মূলত মিথের

মতো, যা ইতিহাসের একেকটি বড় ম্যাজিক। এ ম্যাজিক যিনি দেখাতে পারেন তিনি নেতা বা **গুরু**।

কিন্তু আত্মজাগরণের কোনো ম্যাজিক হয় না, তা নিজের ভেতর নিজেকেই দেখতে পাওয়া, তার জন্য যে গুরুর প্রয়োজন তিনি দলবদ্ধভাবে সকলকে একই শিক্ষা দেন না এবং সকলের জন্য একই **বিধান** রচনা করেন না...

খোদাকে ডাকার জন্য তোমাকে কারো কাছে যেতে হবে না, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে তুমি ছাড়া আর কারোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমার ভেতর তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে **প্রয়োজন** পথ-প্রদর্শকের, যিনি তোমার কঠিন ভূখণ্ডটিকে কাদামাটিতে পরিণত করতে পারেন, প্রতিষ্ঠিত স্বভাবমূর্তিকে ভেঙে নির্মাণ করতে পারেন **আত্মভূমি**; তোমাকে কুমারের হাতে **মাটি** হয়ে উঠতে হবে আবার...

[পথপ্রদর্শক]

যার নিজস্ব **আলো** নেই তাকে ভালোবাসা যায়
কিন্তু পথপ্রদর্শকরূপে ভাবা যায় না....

যোগসূত্রই মূল; প্রথম যিনি যোগসূত্রটি ধরিয়ে দেন তিনিই প্রকৃত গুরু, আর প্রতিমুহূর্তে জীবনের সূত্রগুলো যে যুক্ত করতে পারে সেই প্রকৃত ভক্ত...

[গুরু ও আয়না]

বিশ্বরূপ আয়নায় নিজেকে দেখতে না পেলে কাচের আয়নায় নানা সাজ নিয়ে বসে থাকতে হয়। **মানুষ** হলো আয়নাবিশেষ, তার সামনে নিজেকে দেখে নিতে হয়, সে আয়নায় থাকে নানান অবস্থা–ঝাপসা, অন্ধকার, ভাঙা কিংবা **পারাহীন**।

এভাবে দেখতে দেখতে একদিন মিলবে স্বচ্ছ আয়নাটি, বুঝবে তিনিই তোমার গুরু...

[মুর্শিদ]

মুর্শিদই **খোদা**, কেমন খোদা? কথার আগে
শব্দ যেমন, খোদার আগে মুর্শিদ তেমন....

জীবনযাপনের পদ্ধতিকে উপভোগ্য ও নির্ঝঞ্ঝাট করে তোলা ধ্যানের কাজ নয়। **ধ্যান** হলো জ্ঞানলাভের মাধ্যমে অন্ধকারকে চিনতে পারা।

ধ্যানী কোনোদিন অন্ধকারকে ভাঙতে পারে না, যে কারণে জ্ঞানী আর **আলোকপ্রাপ্ত** সত্তাও এক নয়। ধ্যানী যখন অন্ধকারের স্বরূপ জেনে যায় তখন আপনা হতেই তাঁর আমিত্ব খসে পড়ে; শিশুরূপে নবজন্মলাভ করে সে। এ শিশুকেই রক্ষা করেন **গুরু** পিতারূপে, শিশুটি নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের বিনিময়ে লাভ করতে পারে জ্ঞানাতীত সে 'পরম আলো'...

[গুরুসেবা]

গুরুসেবা ছাড়া **ভাবকথা** পাড়া, বাতুলতামাত্র...

[গুরু ও জ্ঞান]

গুরুকে জ্ঞান দিয়ে ধরতে যেও না, জ্ঞানকে গুরু দিয়ে **ধরো...**

[মহামানব]

বহু সাধনার ফলে কেউ মহামানবে পরিণত হন; তারপর, মানুষগুলো তাঁকে পনিরের মতো **টুকরো** টুকরো করে নিয়ে যায়...

জ্ঞানী হওয়া মাটেও কঠিন কিছু নয় কিন্তু সে
জ্ঞানকে আত্মস্থ করা মহাসাধনার ব্যাপার;
এ **সাধনা** যিনি করেন তাঁর নাম ‘সহজমানুষ’...

মরমী অভিজ্ঞানহীন চিত্ত কেমন করে অধ্যাত্মবোধে যুক্ত হবে? আর অধ্যাত্মবোধহীন সত্তা কোনদিনই আত্মপরিচয়ের লেশমাত্র জানবে না। বিজ্ঞানে নিহিত সারসত্যটি হলো এই, সত্তার অণু-পরমাণুকে দিব্যদৃষ্টি ও ভাবের ভেতর দিয়ে **ধারণ** করা, কোনোমতেই বিভাজন ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে বরণ করে নেয়া নয়। এ দিব্যদৃষ্টি ও ভাব আসলে কী?

দিব্য হলো যা দিনের বেলা বা রাতের বেলা নয়, এ সময় বা অন্য কোনো সময়ে নয়–ধীরে ধীরে এমন এক সত্যকে জানতে পারা যা দেখার সাধারণ মর্মকে পেরিয়ে প্রতিমুহূর্তে **জাগ্রত** হওয়া; এবং তা ভাবের ভেতর দিয়ে, এ ভাব যে ভাবালুতা বা কল্পনা নয় তা বুঝতে পারা–এ হলো এক **তরঙ্গ**। নদীর তরঙ্গ আছে, আছে বাতাসেরও, জীবনের তেমনি তরঙ্গ রয়েছে। যার যার নিজস্ব সে তরঙ্গই দিব্যভাব–এর ভেতর দিয়েই দিব্যদৃষ্টি গড়ে ওঠে...

[সাধনা]

যখন তোমার মনে হবে যে তুমি **আলাদা** করে
সাধনায় বসছো না, তখনই তুমি সাধকে পরিণত হবে;
কিন্তু তখন তা আর তোমার মনে থাকবে না...

মোমিন বা সাধক হবার আগ পর্যন্ত **আমল** বা সাধনার তাৎপর্য মূল্যহীন। কর্মে যুক্ত হবার জন্য চাই কর্মের প্রকৃত বোধ ও শিক্ষা। বেতনভূক কর্মচারীর কর্মে থাকে প্রেমহীন আমল, যিনি কর্মপ্রাণ প্রেমিক তিনিই যথার্থ মোমিন...

[সাধনা]

ক্ষিদে থেকে সাধনা হয় না, ভোজন হয়;
ক্ষিদেকে হজম করাই সাধনা...

[সাধক]

যদি সাধক হতে চাও তবে সংসারের
কর্তা না হয়ে **কর্মী** হয়ে যাও...

[শক্তিসাধনা]

শক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু **শক্ত** হয়ে গেলে তখন আবার কোমলতার সংকট হয়; বরফ গলতে জানে, পোড়ামাটি নয়...

[নারীত্ব]

আমি নারী, আমার নারীত্বের বোধ আছে; আমি সেই
নারী যে **নরবলি** দিতে জানে, আপন নরপশুত্বকে...

[জঞ্জাল]

মনের জঞ্জাল পরিষ্কার না করে যে কোনো সাধনাই নিজের **অপমৃত্যু** ডেকে আনে...

কেবল যুক্তি বা বিশ্বাস দিয়ে মুক্তি মিলবে না, মুক্তির জন্য চাই একটা **মুক্তমন**–যার রয়েছে দর্শনবোধ; **সপ্তইন্দ্রিয়** যার ‘চাবুক হানা সাতটি ঘোড়া’...

[বিশ্বাস ও শিল্প]

তুমি বিশ্বাসী হবে কি করে? যেমন করে কেউ ছবি আঁকে, গান গায়, অভিনয় করে; যদি তা অন্তর থেকে করতে পারে তবে সে **শিল্পী** হয়ে ওঠে। তোমাকে কেউ বিশ্বাসী করে তুলতে পারবে না, বিশ্বাস নিজের ভেতর সত্তার সাথে যুক্ত, যেমন করে কেউ শিল্পী হয়ে ওঠে তেমনি তুমি **বিশ্বাসী** হয়ে উঠবে–তুমি ছাড়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয় তোমাকে এ শিল্পের জগতে প্রবেশ ঘটানো...

[সমুদ্র]

সমুদ্রের সবটা **সবার** জন্য নয়
কেউ ঝিনুক কুড়ায়
কেউ পাথর
কেউ মাছ ধরে
কেউ নুন
কেউ সাঁতার কাটে
কেউ বালিঘর সাজায়
কেউ বসে বসে তাকিয়ে থাকে
কেউ **নিজেই** সমুদ্র হয়ে যায়...

[ধ্যান]

ধ্যান তুমি কোনোদিন আয়ত্ত করতে পারবে না যদি মনে করো ধ্যান শিখছো; ধ্যানের **পাঠশালা** হয় না, যেমন সন্তান জন্মদানের কোনো স্কুল পৃথিবীতে নেই, সন্তান কিভাবে জন্মাতে হয় তা **গর্ভবতী** না হলে কি করে বুঝবে? এ শেখার নয় অনুভব করার...

[মেরুদণ্ড]

আমার সর্বোত্তম উপায় হলো আমাকে শক্ত করে ধরে থাকা; যার মেরুদণ্ডটিই হাতের **লাঠি** তার আর বয়সকালে লাঠি ধরতে হয় না...

কারো সাধনা দোকানদারীর, কেউ খরিদ্দার; কারো বাসনা গুরুর, কারো শিষ্যত্বের। বাসনার বাজারে যে যেমন করে আসন গাঁড়ে সে তেমনি করে আটকায়। **সাধনা** করে কেউ কোনোদিন মুক্তিলাভ করে না, সাধনা হলো আসন গেঁড়ে বসার মোক্ষম পদ্ধতি। একজন সাধক হলেন সে আসনে আসক্ত কর্মবীর।

কিন্তু সাধনার প্রণালী পার হয়ে যে দেখতে পায় কোথাও কিছু নেই তাঁর করবার, লিপ্ত হবার, আটকে যাবার–সেই তো পায় **পয়মন্ত** সুবর্ণরেখা; যার ভেতর দিয়ে হারিয়ে যায় সে, কোথায় তা সে নিজেও জানে না...

[হওয়া]

তুমি পানিই থাকো, চিনি বা নুন হবার প্রয়োজন নেই; দেখবে নদীতে মিঠা সাগরে নোনতা হচ্ছো **আত্মপরিচয়** না বদলেই...

[হওয়া]

যোগী হতে চাইলে আগে বিয়োগী হও, অর্জন করতে চাইলে করো উপযুক্ত বর্জন, অসামান্য হতে হলে চাই সামান্যের আরাধনা, **মুক্ত** হতে হলে প্রয়োজন পূর্ণভাবে যুক্ত হওয়া...

[পরিচয়]

জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে না ছুটে নিজের **ক্ষুদ্রতা** ও **সীমাবদ্ধতা**র পরিচয়লাভ করো; এসব হলো নদীতীরের মতো, ঠিকই সমুদ্রে ঠেলে দেবে...

[অনুকরণ]

কর্মনিষ্ঠা, পরম্পরা ও গভীরতা দিয়ে মানুষ
সুন্দর হয়ে ওঠে, অনুকরণ নয়...

[ধরা]

তুমি অসাধারণকে ধরতে চাও যেমন **টিকটিকি** ঠিক পোকাটিকে ধরে। তোমার আর টিকটিকির পার্থক্য হলো, তুমি যা ধরতে চাও তা তুমি দেখতে পাও না আর চিকটিকি **অদেখা** কিছুর আশায় বসে থেকে জিভ গুটিয়ে রাখে না...

পাঁকে ও পঙ্কিলতায় যখন **পদ্মফুল** ফোটে তখন সে ফুলকে অপবিত্র জ্ঞান করবে? ফুল ফুলই, বিষ বিষই, দু'য়ের সহাবস্থানই জীবন; তোমাকে বেছে নিতে হবে ভ্রমর না সাপ হবে...

[মনের কথা]

ফলবে ফসল
দিলে **চাষ**, মন তুই
হোস নে ঘাস...

ওই যে হিমালয়ের **চূড়া**য় মানুষ যেতে চায়, পর্বতারোহীর বাইরেও কিছু মানুষ আছে যারা যেতে চায় এবং কিছুকাল যাপন করতে চায়; তারা সাধুপ্রকৃতির, জীবনের অর্থপূর্ণ উপস্থিতিকে বুঝতে **নীরবতা**র এমন অপূর্ব সাধনস্থল আর হয় না।

কিন্তু তারাও আসেন, ফিরে আসেন মানুষের কাছে; উচ্চতার শিখরে পৌঁছে ফের নিম্নে আসতে হয়, কিন্তু সে আসা আর আগের মতো হয় না। উচ্চতার স্বরগ্রামকে ছুঁতে পারা সত্তা জীবনকে উচ্চতার দিকেই টেনে তুলতে চায়, তাই সে নামে। সে তখন ভেদ রাখে না উচ্চ ও নীচতার...

যখন মুখিয়ে থাকবে বাইরের দিকে, **বোয়াল** মাছ যেমন হা করে থাকে, তখন সহজেই গ্রাস করতে পারবে যাবতীয় **সুখে**র সামগ্রী কিন্তু আনন্দলাভ করতে পারবে না। গোগ্রাসে যাই গিলতে চাইবে তার ভেতর যে সুখের সামগ্রী আছে সেসব চিন্তার অগোচরে **দুঃখে**র সামগ্রীও।

আনন্দলাভ হলো অন্তরের জগতে পরিণত হওয়া। পূর্ণ

হওয়াতে **আনন্দ** নেই, পরিণত হওয়াই আনন্দের কারণ। ধনে, মানে, জ্ঞানে পূর্ণ হতে পারো কিন্তু পরিণত হয়ে না উঠতে পারলে সময়চক্র তোমাকে উত্তেজিত করে তুলবে।

উত্তেজনার তেজস্ক্রিয়তায় হারিয়ে বসবে অকৃত্রিম অন্তরভূমি, যা কেবল **পরিণত** হয়ে ওঠা ছাড়া রক্ষা করা যায় না...

[অকৃত্রিমতা]

খুব গুছিয়ে দীর্ঘক্ষণ একটি **কথা**কেই সাতবার বলতে পারবে কিন্তু আগোছালোভাবে সাতটি কথাকে দেখবে একবারেই বলে দিচ্ছো...

[পতন]

একটি পতন হতে উত্তরণের পর আরেকটি পতন তোমার জন্য **অনিবার্য**; কখন?

যখন তুমি নিজেকে ঊর্ধ্বলোকের বাজপাখি মনে করবে, মেঘের বজ্রপাত ঘটবে তোমার নিচে, যে তুমি কিছুকাল পূর্বেই **চাতক** ছিলে...

[প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি]

অপ্রাপ্তির পেছনে সবসময় ছুটতে নেই। অপ্রাপ্তির বেদনার চেয়ে প্রাপ্তির সুখ, শক্তিতে কম পড়ে। দীর্ঘ বৃষ্টির অপেক্ষায় যে মেঘ ভারী হয়ে ওঠে তার পিছু **ধাওয়া** করে কী লাভ! কখন কোথায় ঝরবে তা জান না তুমি। কিন্তু বৃষ্টি হবে, আজ নয়তো কাল, বৃষ্টির আনন্দ অনাবৃষ্টির বেদনার ভেতরই লুকিয়ে থাকে...

[প্রাপ্তি]

প্রাপ্তির ভেতর বসন্ত নাই, আছে গরমকাল;
বসন্তের **কোকিল** প্রাপ্তিতে নয়, বিরহেই ডাকে...

আত্মজ্ঞান অর্জন শুরুতেই বৃদ্ধে পরিণত করবে তোমাকে, কিন্তু ধীরে ধীরে তরুণতর করে তুলবে...

[তৌহিদ]

সঙ্গীত আমার ধ্যান বা এবাদত; সুর আমার কাছে খোদার স্পর্শ; হারমোনিয়াম ও তবলায় খোদাই বেজে ওঠেন যখন আমি লা-শরিকের প্রেমে বিভোর হই। কিন্তু তুমি যখন সুর ও সঙ্গীতের যন্ত্রগুলোকে মূর্তি ভেবে আঘাত করো, আমার **তৌহিদ**কে ভাঙতে পার না।

তাঁর কোন কোন পরিচয়কে তুমি আঘাত করবে? জীবন্ত মানুষমূর্তি হয়ে যে খোদা বিচরণ করেন, তাঁকে পারবে?

স্রষ্টার ইচ্ছার প্রতি অন্যকে নয় নিজেকেই **সমর্পণ** করতে শেখো, যে স্রষ্টাকে দেখো নাই সে স্রষ্টার ইচ্ছাকে কি করে দেখবে তুমি? আন্দাজে, অনুমানে, পরের মুখে ঝোল খেয়ে জীবন কাটিও না, তুমি তোমার অনুসন্ধানই করো আগে, সত্তারূপ মাটির **অনুসন্ধান** না করলে পরমসত্তারূপ বীজ দিয়ে কি করবে?

বৈরাগ্য বা রোহবানিয়াত ছাড়া **তৌহিদ** প্রতিষ্ঠা পায় না জীবনে, খোদা তখন অনেক, এক নয়; মোহসাগরে ডুবে ডুবে **সালাত** হয় না, সালাত সাঁতরে তীরে ওঠা এবং বিষয়মোহকে ত্যাগ করা বিষয়ের ওপর দিয়ে...

[পেশা ও নেশা]

ফকিরি ছাড়া সূফী, মুক্তা ছাড়া মালা; **রোহবানিয়াত** বা বৈরাগ্যের পেশা যার নাই তার নেশা রয়েছে পোশাকে...

বৈরাগ্য দৃশ্যমান পোশাক নয়, বাইরের প্রভাবমুক্ত অন্তরের নির্মল ও সহজ সৌন্দর্য; বৈরাগ্য শুধু **বিষয়মোহ** হতে দূরে থাকা নয়, বিষয়রাশির ওপর দিয়ে পুলসেরাত পার হওয়া...

রাজকীয় **সুফিবাদ** দেখে ফকিরির ঘ্রাণ নিতে যেও না...

[কলঙ্ক]

সমালোচনা বা নিন্দার চেয়ে কলঙ্ক ভাল;
কলঙ্ক হলো প্রতিমার **কাঠামো**র মতো, যার
কলঙ্ক নাই সে সৃষ্টিশীল নয়...

চণ্ডাল ও **ইতরের** জন্ম না হলে **চারু** ও **ইষ্টের** কদর থাকতো না। ভাল বা মন্দ বড়ই আপেক্ষিক। একের ভাল অন্যের জন্য সাংঘাতিক অপকারীও হতে পারে। **খোদা** চণ্ডালের যেমন তেমনি প্রেমিকেরও, মানুষই কেবল যার যার, নিজের নিজের, সুবিধামতন....

[সুন্দর ও অসুন্দর]

বলতে পারো, কত হাজার কিলবিল পোকার **সমষ্টি** একটি লোভনীয় দইয়ের বাটি?

যে কোনো সুন্দরকে যত ভেতর থেকে দেখবে, ততই অসুন্দর। প্রকৃত বলতে গেলে সুন্দর হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুন্দরের সমষ্টি...

[ফুল ও মাংস]

জীবন যেমন **ফুলবাগান**, তেমনি **কসাইখানা**ও; যে মানুষ ফুলের দোকানে যায় সে মাংসও কেনে কিন্তু যে ফুল বেচে সে মাংস বেচে না...

গন্তব্যস্থল তার জন্য যে পথে নামেনি, কিন্তু পথই যার পাথেয় তার জন্য গন্তব্য নয় পদযাত্রাই মূল; যার সম্পর্কে তোমার **ধারণা** নেই তা কি করে গন্তব্য হয়? যা তুমি পথে পথে জেনে নিচ্ছো তাই প্রকৃত জানা।

বেহেশত ও **দোযখ** গন্তব্যস্থল নয়, চিরন্তন বিকাশের যাত্রাবিরতি...

[জান্নাত]

জান্নাত **মোক্ষ** নয়, জান্নাত হলো মোক্ষপথে শুঁড়িখানা...

জাহান্নামের জীবন **কর্মজ্বালা**র, জান্নাতের জীবন হলো **মর্মজ্বালা**র; উভয় জীবনই সাধকমনের কাছে জ্বালাময়। জাহান্নাম হতে জান্নাতে উন্নতি কর্ম দ্বারা সম্ভব কিন্তু জান্নাত হতে মুক্তিলাভে মর্মজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী...

[বেহেশত]

বেহেশতে **প্রবেশ** করা যায় না, তোমার ভেতর যদি না তার অনুপ্রবেশ ঘটে...

[পরিতৃপ্তি]

বুদ্ধি দিয়ে তুমি পরিতৃপ্ত হতে পারবে না, কিন্তু
বুদ্ধ হবার জন্য তোমাকে পরিতৃপ্ত হতে হবে...

[পূণ্য]

বাজারে সবকিছু শস্তায় কেনা যায় না, কিছু কিছু **দাম** দিয়েই কিনতে হয়; পূণ্যসঞ্চয়ের জন্য শস্তা কোনো পদ্ধতি খুঁজতে নেই।

এভাবে পূণ্যবান হওয়া যায় না, হতে হয় শূন্য-মোহমুক্ত-প্রেমময়; মনের ভেতর **ময়লা** রেখে যত ভাল কর্মই করো তা পঁচবে নিশ্চিত...

[প্রশ্ন]

অনেক কিছুরই **উত্তর** পাবে না, যদি বেঁচে থেকেই তা পেতে চাও। অনেক প্রশ্নই অজানা থেকে যাবে এবং তোমার ভেতর ক্ষত তৈরি করবে। এ ভাল হয়, প্রশ্ন করার চেয়ে জীবন দিয়ে নিজেই প্রশ্ন হয়ে যাও...

[প্রশ্ন ও উত্তর]

জীবনের **পূর্ণতা** হলো প্রশ্নে, উত্তরে নয়; যখন তুমি খুঁজতে থাকো প্রশ্নকে এবং খুঁজে পাও, তোমার খোঁজার পথটিই উত্তর; আমরা প্রত্যেকেই উত্তরের কাঙাল।

উত্তর হলো নিরন্তর প্রশ্নের দিকে **যাত্রা**...

[প্রশ্ন ও উত্তর]

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাজারটি জিজ্ঞাসার **মাছ** যে জালে ধরা দেয় সেটি হলো প্রশ্ন, আর উত্তর?

তুমি জানতে না যে তুমি এক **শিকারী**, কেউ তোমাকে এ কথা জানিয়ে দিল...

[মিথ্যা]

সত্যকে যদি জানতে চাও আগে মিথ্যাকে ভাল করে জানো; দেখবে মিথ্যার ভেতর বুদ্ধির প্রয়োগ বেশি, সত্য সেখানে **গোবেচারা...**

[সত্যলাভ]

আলোকিত হওয়া আর সত্যলাভ এক নয়। আমি সত্যদর্শন করতে পারি, যেমন সূর্যকে দেখতে পাই কিন্তু তাকে যেমন লাভ করতে পারি না তেমনি সত্যও আমার **অধরা** বা আমি তার সাথে যুক্ত নই।

আলোকিত হবার পথ, অচেতনা হতে সচেতনার দিকে যাত্রা...

[সত্য]

দেখে **ফেললাম**, বুঝে ফেললাম, ধরে ফেললাম;
এ তিনের ভেতর সত্য নেই...

[দর্শন]

দর্শন তোমাকে সমাধান নয় **সমৃদ্ধি** দেবে,
সমাধানতো দেয় আদর্শ ও মতবাদ...

আমি কেমন করে জানবো জলের **গভীরতা**? জল সেঁচে?

জীবনদর্শন যে কারোই থাকতে পারে, সে চোরের হোক বা গৃহস্থের, সাধু বা লম্পটের; কিন্তু স্বীয়-দর্শনের ওপর যে সমাধি রচনা করে দেয় তার পক্ষে দার্শনিক হওয়া অসম্ভব...

[একা]

স্বার্থপর মানুষ একা হতে পারে না, একঘরে হয়;
সাধক মানুষ একা হয়ে যায়, বহুর ঘরে...

[গভীর অজানা পথ]

জীবন বহির্ভূত কোন জাগরণ আত্মজাগরণ হতে পারে না। জীবন ঘনিষ্টতা যদি হয়ে থাকে আবদ্ধতা তবে মুশকিলের কথা। সমাজ ও সংসারের চেয়ে বড় এক জীবন রয়েছে যার নাম **আত্মজীবন,** তা কী দিয়ে গড়ে ওঠে?

ক্রমাহত হেঁটে, জীবনের ভেতর দিয়ে মহাজীবনের গভীর অজানা পথে...

[বাক্বা]

কৃষ্ণজ্বালা অঙ্গে লয়ে যে নীরবে পুড়তে থাকে তার নাম **রাধা**। সম্পূর্ণ জ্বলে ছাইভস্ম হলে সে ভস্মস্তূপে যার জন্ম হয়, তিনিই **কৃষ্ণ**।

আত্মোন্মচনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া



উ ত্ত র ভা ষ

আত্মোন্মচনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া

এক.

প্রথাগত জীবনাচরণ এবং আনুষ্ঠানিক ধর্ম ও সাংস্কৃতিক চর্চার ভেতর কোথায় যে প্রাণ শুকিয়ে মরে আছে তা সবার পক্ষে বোঝা কঠিন। মৃতপ্রায় মানুষের জীবনচক্র হয়ে ওঠে ভৌতিক জৌলুস ও অগভীর বিকাশের পদ্ধতি। মানুষ যে মরে আছে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির পালাবদলের ভেতর দিয়েও তার পক্ষে তা অনুধাবণ করা আরো কঠিন। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ধাক্কা খায়, চেতনা জাগে কোনো মহামানবের সংস্পর্শ বা অনুপ্রেরণায়। কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে মানুষ দুনিয়ায় যে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করেছে তার ভেতর নিজেই সে বন্দী ও অন্যকেও একই জালে আবদ্ধ করে রেখেছে। কর্তৃত্ব আসলে নিজের হয় না, কর্তৃত্ববাদী শাসনের যোগ্যতা সকলের সমানও নয়, অযোগ্য ও অপরিণত সত্তার পক্ষে কর্তৃত্ব মানেই ছিনিয়ে নেয়া, চাপিয়ে দেয়া, পদানত রাখা। কিন্তু প্রকৃত কর্তৃত্ববাদী শাসন কঠোর হলেও তার ভেতর

থাকতে হয় ভবিষ্যতমুখী বর্তমানের বিকাশ, আত্মজাগরণের সুনিয়ন্ত্রিত অনুশীলন, ব্যক্তিসত্তার কর্মজীবনের সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ।

এ কর্তৃত্ববাদী শাসনকে আবার স্থুল রাজনৈতিক শাসনকাঠামোর সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। এ কর্তৃত্ববাদ মহামানবের শাসন যিনি সত্যজ্ঞান ও মহানুভবতার শক্তিবলে বিকশিত করতে পারেন মানুষের অপার সম্ভাবনার জগতকে। প্রথাগত ধর্মগুরুরা এ পথে চিরকালই নিজেদের আসীন করতে চেয়েছেন কিন্তু সর্বমানবের কল্যাণে তা বিশেষ কোনো কাজে লেগেছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। বিশেষ কারো প্রজ্ঞা ও মানবিকতার বদৌলতে দু'একটি স্থানে বিশেষ ফল লাভ করলেও সার্বজনীন মানুষের কল্যাণে এর অবদান যৎসামান্য।

ব্যক্তিমনের ও চিত্তের অপরিণত অবস্থানে সমাজ ও পরিবারের কল্যাণ তো দূরের কথা অবিকশিত মানবসভ্যতার পরম্পরাকেই বহাল রাখতে হয় এবং মানুষের জীবন হয়ে ওঠে অনাচার ও দুরাচারের সম্মিলন। এ অবস্থা হতে সহসা মুক্তি অসম্ভব, কোনো বিপ্লব বা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনেও দেখা যায় এ হতে তার মুক্তি ঘটছে না।

মুক্তির ব্যাপারটিই একটি বিমূর্ত বিষয়। কার মুক্তি, কী হতে মুক্তি, কোথায় মুক্তি আর কেমন করেই বা মুক্তি ঘটবে এসব খুব জটিল বিষয়। যেখানে এখনো মানুষের বাঁচা-মরার জীবনকেই মুক্তিলাভের প্রধান ইস্যু হিসেবে দেখা হচ্ছে সেখানে তার সর্বাঙ্গীন মুক্তির কথা বলা বাতুলতামাত্র। প্রয়োজন ব্যক্তিসত্তার তার নিজের শৃঙ্খল হতে প্রাথমিক মুক্তির পথ তৈরি করা। নিজের ভেতর মুক্তপ্রবাহ ও ভাবনার বহতা নদী সৃষ্টি না হলে এ মানুষই যখন আর মানুষের সাথে সামাজিক বন্ধন তৈরি করবে তখন তা হয়ে উঠবে বিরাট শৃঙ্খল। মানুষের মনের দুর্বলতা তার সকল সম্ভাবনাকে দু'হাতে গলা টিপে হত্যা করে। বৈষয়িক ও প্রাতিষ্ঠানিক সফলতাকেই মানদণ্ড ভেবে না নিলে আজকের দুনিয়া এত সংকটের ইতিহাস রচনা করতো না।

মানব মন ও স্বভাবের বিচিত্র বহুগামিতা হতে মুক্ত হওয়াই মানব হতে মহামানবের যাত্রাপথ। প্রতিটি মানুষেরই এ পথ পাড়ি দিয়ে সর্বাত্মক অনুশীলনের দীক্ষা নিতে হবে এবং তার বদৌলতে মানুষ অসীম বিশ্বলোকের বিচিত্র সম্ভাবনাকে অনুধাবণ করতে সক্ষম হবে বলে মনে করি। মনের দুরাচার, চিন্তার দুর্বৃত্তায়ন হতে

কোনো কাঙ্ক্ষিত সুসমাজ গঠন সম্ভব নয়। যে কারণে প্রতিটি বিকশিত সমাজকাঠামো ও সভ্যতাই পুনরায় বিপন্ন ও পতিত হয়ে থাকে। বিকাশের সাথে সাথে পতনের সম্ভাবনাও ভাগ্যলিখন হয়ে উঠেছে তার। এমন অবস্থা হতে আশু মুক্তির সম্ভাবনা নেই। পৃথিবীর একপ্রান্তে স্বর্গ রচনা করতে গিয়ে অন্য প্রান্তকে নরকে পরিণত করতে দেখেছি আমরা এবং তা এখনো ঘটছে। একদিকের মানুষ লুট করে অন্যদিকের মানুষকে রাঙিয়ে তোলাই ছিল সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রবণতা। যদিও প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প-সাহিত্য এসবের কোনো ঘাটতি ছিল না।

তাহলে এমন ভাবার কারণ নেই যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার উন্মেষ ঘটলেই মানুষের সর্বাত্মক কল্যাণ হবে, বরং মুষ্টিমেয় মানুষের কল্যাণ করতে গিয়ে বৃহৎ মানুষের অকল্যাণকেই স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসেবে দেখতে হয়। এ স্বাভাবিকতাকে সবাই যেন মেনে নিয়েছে। সাময়িক সুখ ও সমৃদ্ধির প্রাচুর্যে হারিয়ে বসেছে চিরন্তন আত্মজাগরণের বোধ-বুদ্ধি-বিবেক। মানুষের সকল অর্জনকেই মলিন হতে দেখা যায় এমন অসামঞ্জস্য ও

অপবৃত্তির জোয়ারে।

কাঠামোবাদী সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তার ভেতর এ প্রবণতা বাড়ছে বৈ কমছে না। বিশ্বজুড়ে আজকের যে অস্বাভাবিক বৈপরিত্য, একদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষের শরণার্থী হওয়া অন্যদিকে সুখ ও সমৃদ্ধির আস্তাবলে আবদ্ধ উটপাখির জীবন–এ থেকে বিশেষ কোনো শিক্ষা নেবার শক্তি আমাদের নেই কারণ, আমরা প্রবৃদ্ধি ও প্রযুক্তির চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জায় অন্ধ, দেখতে পাই না মানুষের মুখ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে দখল করে নিচ্ছি মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারময় চিত্তের লালসাকে। দুনিয়তেই স্বর্গ রচনার বাহানা হতে দুনিয়াকে নরকে পরিণত করার আজকের এ পরিণতি ভবিষ্যত সমাজের জন্য কী দুর্ভোগ বয়ে আনবে তা ভাবতেই গা শিউরে উঠছে!

আজকের জন্য, এ মুহূর্তের জন্য, বর্তমান এ সময়কালের জন্য ভাবতে পারাই এখন সবচেয়ে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ বর্তমানে বাঁচতে চায় না, অতীত ও ভবিষ্যতের চশমা দিয়ে তার বর্তমানকে সবচেয়ে অবহেলিত অবস্থায় রেখে রোগা-ভাবনা ও কর্ম-অপুষ্টিতে ভুগে রুগ্ন ও নিষ্প্রাণ সত্তায় পরিণত হচ্ছে মানুষ।

তাকে যে নেতৃত্ব দিচ্ছে তারও একই দুরবস্থা। অবিকশিত মন ও মস্তিষ্কের স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্বে ধরাশায়ী বিশ্ব মানবসমাজ আজ ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি। স্থানে স্থানে, সমাজে-সমাজে প্রকৃত পথপ্রদর্শক বা মহামানবের আবির্ভাব না হলে তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কাঠামো দিয়ে মানুষকে রক্ষা করা যাবে না। প্রয়োজন মানুষ হয়ে ওঠার স্কুল, মানবিক হয়ে ওঠার সর্বাত্মক অনুশীলন। এ শিক্ষা দেবার শিক্ষক ও গুরু ছাড়া কল্যাণমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখা দুঃস্বপ্নের মত। যদিও কোনোকালেই সর্বাত্মকভাবে এমন গুরুর দেশনা ও নির্দেশনা সকলে পালন করেনি। মহামানবদের সবসময়ই আত্মাহুতি দিতে হয়েছে, লড়াই করতে হয়েছে সমাজধর্ম ও কাঠামোর বিরুদ্ধে তবু এ পরম্পরা পৃথিবীতে টিকে আছে, থাকবে, লোপ পাবে না। তা প্রাতিষ্ঠানিক হোক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক; ধর্মীয় হোক বা ধর্মনিরপেক্ষ নৈতিক জীবনবোধ, গুরুর প্রয়োজন অপরিসীম।

যতদিন একজন মানুষও থাকবে ততদিন এ মহামানবে পরিণত হবার পথ টিকে থাকবে। সময়ের সংকট একে কিছুতেই নাশ করতে পারবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুরুপরম্পরাই সভ্যতার নির্যাসকে

ধরে রাখে, মানুষের বিকাশের সর্বকালীন পরম্পরাকে বীজরূপে বপন করে ভবিষ্যতের জন্য। এ ভবিষ্যত বর্তমানকে অবজ্ঞা করে নয়, ইহকালকে খাটো করে নয়, পরকালকে অজ্ঞান হয়ে লাভ করাও নয়।

দুই.

এ কথা না বললেই নয় যে মরমী ও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রসঙ্গ কাগজে লিপিবদ্ধ করে বা বক্তব্য দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। এমনকি এ জগত বোঝাপড়া ও জানাশোনার ব্যাখ্যাতো নয়ই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে সফলকাম হবার ব্যাপারও নয়। এ একেবারেই সত্তার নিজস্ব তরঙ্গপ্রবাহ, প্রকৃতিতে নদীর যে তরঙ্গ, বাতাসের যে তরঙ্গ, গানের সুরের যে তরঙ্গ, প্রেম ও ভালোবাসার যে তরঙ্গ, মরমী বোধ ও আধ্যাত্মিকতারও চাই এক বিশেষ তরঙ্গানুভব। এ তরঙ্গপ্রবাহ অনুভবের আগে কারো পক্ষেই জোরপূর্বক এ জগতে প্রবেশ করা সম্ভব নয় এবং কেউ চাইলেই একে অনুধাবণ করতে পারে না। যদিও আধ্যাত্মিক সাধনায় বা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ব্যাপকতর

প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের কথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু এ সকলই সে তরঙ্গপ্রবাহের নিরিখে বিকশিত হওয়া এবং সত্তার মূল যে চালিকাশক্তি, প্রাণ-মনের জাগরণ, তার ভেতর সে তরঙ্গের লীলা যতক্ষণ না প্রবাহিত হচ্ছে দারুণভাবে ততক্ষণ সকল আধ্যাত্মিক অনুশীলনই অবান্তর।

গুরুবাদেরও কাঠামো আছে। এ কাঠামোতে গুরুই পরমারাধ্য ও চালিকাশক্তি। হয়তো কখনো গুরুবাদের কঠিন কাঠামোর ভেতর দিয়ে গুরু নিজেই হারিয়ে যান, যেমনটা আজকের ধর্মগুরুদের দিকে তাকালে টের পাওয়া যায়। আশ্রম, মঠ, চার্চ, মসজিদ, খানকাগুলোতে গুরুর চেয়ে গুরুবাদের জয়জয়কার। যার ভেতর হয়তো একটি পরম্পরা বিদ্যমান কিন্তু প্রাণের তরঙ্গহীন এক নির্জীব কাষ্ঠধর্মের বিচরণ চারিদিকে। যে কারণে কালে কালে গুরুই ভাঙেন গুরুবাদের কাঠামো, মহামানব ভাঙেন ধর্মের শৃঙ্খল। মানুষগুরু নিষ্ঠা যার তেমন তরঙ্গানুভূতিপ্রাপ্ত মরমী সাধকের জন্যই সর্বকালের আধ্যাত্মিক পথ।

সেমেটিক বা আহলে কিতাব ধর্মগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় এক চমৎকার বিবর্তন। হযরত মুসা কালিমুল্লাহর সময়কালে

মানবমনে যে ঈশ্বরচিন্তা বিদ্যমান ছিল তা ছিল ভীতির। ভয়ানক আসমানী খোদার রাজত্ব ইসা রূহুল্লাহর সময়কালে প্রেমময় খোদায় পরিণত হয়। ভয়ের খোদা সম্পূর্ণ প্রেমের খোদায় পরিণত হওয়া আল্লাহতত্ত্বের বিরাট এক বিবর্তন। এ বিবর্তন আবার নবী মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহর কালে মাটির মানুষের ভেতর হৃদয়কোণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খোদার সাত আসমান যে মানবমনের সাতটি স্তরের ভেতর দিয়েই লা-মোকামে স্থিতি লাভ করে, দেহের ভেতর মানসিক পরিভ্রমণের মাধ্যমেই যে খোদাকে লাভ করা যায়, সে কথা স্পষ্টভাবে রসূল নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

তিন.

প্রেমের প্রধান লক্ষণ হলো পাগলামি। উন্মাদ হওয়া নয়, পাগলপারা হওয়া। এ পাগলামি সবকিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রেমাস্পদের প্রতি একাত্মবোধ। আল্লাহর তৌহিদ হলো সে পাগলামির সর্বোচ্চ অবস্থা। এ তো পাগলামিই বটে, সৃষ্টির আর সব চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা হতে বিযুক্ত হয়ে পরম দয়াময়ের

প্রতি একাগ্রতার পথ পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহকে যে ধারণ করে তাকে মানবসমাজে উপেক্ষা করা হয় কারণ, সে তার ভাষা, আশা ও আস্থার সাথে সহাবস্থান করে না। বেহেশত-দোযখমুখী অগভীর পরকালীন চিন্তার ফাঁদ হতে সাধারণ মুসলমান মন যতক্ষণ বেরুতে পারে না ততক্ষণ তার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে সাধকের-সূফী ফকিরের প্রত্যাশা আত্মবিলোপের। খোদার অস্তিত্বে আত্মবিলোপ ঘটিয়ে পরমসত্তাকে প্রাপ্ত হওয়াই তার ধর্ম। বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের পক্ষে সহজে এ পরমতত্ত্ব অনুধাবণ করা সম্ভব নয় এবং যার ফলে আল্লাহভীতির সীমানা ডিঙিয়ে আল্লাহ প্রীতি বা প্রেমের রাজত্বে প্রবেশ করা হয়ে ওঠে না।

প্রেম অত্যন্ত কঠিন বিষয়। প্রেমের যে ধর্ম তার শুরুতে অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার পাগলামী দিয়ে এ ধর্মে দীক্ষালাভ করতে হয়। কেউ তার নিজেকে ভাল না বাসলে, নিজের প্রতি তার মমত্ব ও দায় না থাকলে এ পথে পা বাড়াতে পারবে না। প্রেমে প্রাপ্তি হলো প্রেমের সমাপ্তি তাই এ ধর্মে অস্তিত্বনাশই পুনরুত্থানের সম্ভাবনা তৈরি করে। প্রেম হলো বিনির্মাণ, কোনো বিশেষ কেন্দ্র বা বস্তুতে আবদ্ধ থাকে না প্রেম এবং তা বিবর্তনমুখী

পুনর্জাগরণের সর্বোৎকৃষ্ট আত্মমন্থন। যে মন্থনে একটি রূপ পরমরূপে আত্মাহুতি দেয়, ফা'না বা নির্বাণ লাভ করে বাক্কা বা মহাস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। এ প্রক্রিয়াকে অনেকটা জেলিফিশের মতো বিবেচনা করে যেতে পারে। জেলিফিশ একটা দীর্ঘসময় পর নিজের শরীরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার ভেতর পুনর্জন্মের দিকে প্রবাহিত করে এবং পুরনো দেহটি হতে এক নতুন দেহের জন্মলাভ হয়। সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি জেলিফিশ পুনর্বার জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় জেলিফিশ নবজন্মের এক জীবন্ত উদাহরণ। কিন্তু ফা'নার বিলোপ ও বাক্কার স্থিতি একটি জেলিফিশ হতে আরেকটি জেলিফিশের অদ্ভুত বিবর্তনে সীমাবদ্ধ নয় কেবল। সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিচ্ছেদ একাকার হয়ে স্রষ্টামুখী সংবেদনা ও প্রেমে আত্মাহুতি দিয়ে আত্মনাশের বিনিময়ে যা প্রাপ্ত হয় তা যে আমার নয় স্রষ্টারই প্রাপ্তি। আমি এখানে না হয়ে যাই, আমার অস্তিত্ব ও আমিত্বের যাবতীয় কলকব্জা কেবল অকেজোই নয় ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়। নদী যেমন করে সাগরে নাই হয়ে যায়, এ না হওয়ার বোধ আবার যেমন করে সাগরের অস্তিত্ববোধে সজ্ঞান হয়ে ওঠে।

আত্মবিধ্বংসী এ অবস্থাকেই প্রেম বা ইশক বলা হয়েছে আর চূড়ান্ত পাগলামি ছাড়া এর কোনো বিশেষ অনুশীলনও নেই। স্রষ্টার আনুগত্য কঠিন না হলেও তাঁর আনুকূল্য ও বন্ধুত্বলাভ অত্যন্ত কঠিন। স্বর্গ-নরকের ফাঁদ ডিঙিয়ে সে আনুকূল্যকে ভৃত্যসুলভতা থেকে বন্ধুত্বসুলভ অবস্থায় নিয়ে যেতে হলে কঠিন ভাব-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকাঠামোর শাস্ত্র বা শরিয়ত দিয়ে একে বোঝা মুশকিল। শাস্ত্রে স্বর্গ নরকেই সীমারেখা টেনে দেয়া হয়েছে মানুষের, কিন্তু আত্মমুক্তি বা সেরাতুল মোস্তাকীমের পথ স্রষ্টামুখী, তাঁকে প্রাপ্ত হবার প্রক্রিয়ামুখী। এ প্রাপ্তি সাধারণ বোধগম্যতার অতীত, বুদ্ধির অগোচর। একে বুঝতে হলে চাই মানুষগুরুর প্রেমময় দাসত্ব, চিরন্তন ফকিরি।

এ পথে প্রথম পাঠ নিতে হলে চাই নিজের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রেম। নিজের মানসিক অযাচার ও স্বভাবের বহুগামিতাকে সহজভাবে দর্শন করার অনুভূতি। নিজের সাথে পরিচয়ের প্রাথমিক পাঠ হতে পারে উত্তেজনাকে প্রশমিত করে কিছুকাল স্থির হওয়া। সামান্য এ স্থিরতা ধীরে ধীরে তাকে করে তুলতে পারে মানসিক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কোনো গুরু বা মহামানবের

অনুসরণের মাধ্যমেই তা সুন্দরভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে। সঙ্গীত হচ্ছে এ পথের সবচেয়ে কার্যকর অনুষঙ্গ। ভাব হতে মহাভাবে পৌঁছাতে হলে সঙ্গীতের বিকল্প খুব কমই আছে। সঙ্গীতকে স্রষ্টামুখী বা গুরুমুখী করে নিতে পারলে তা খুব সহজেই মানুষকে বহুগামিতা হতে মুক্তি দিতে পারে।

চার.

তত্ত্বালোচনা ও হাদিস-দলিলভিত্তিক আলোচনায় সীমাবদ্ধতা থাকে। একদিকে আধ্যাত্মিক জীবনপ্রবাহে তাত্ত্বিক আলাপচারিতা অপরদিকে আচারনিষ্ঠ সাধারণ মুসলমান জীবনযাপনে হাদিস-কোরানের প্রচলিত নানা তাফসীর ও ব্যাখ্যার পরম্পরা। ভিন্নমত, ভিন্ন আদর্শ ও চিন্তাকে দমন করার পুরনো পদ্ধতি এসব ক্ষেত্রে বিদ্যমান। একদিকে তত্ত্বজ্ঞানের চিন্তা দিয়ে সার্বিক জীবনবোধকে কাপড়ের মতো নিংড়ে ফেলার উপক্রম, অন্যদিকে তত্ত্বহীন নির্বোধের মত ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা নানা মতাদর্শের সংঘর্ষ। কোরান-হাদিসের তথাকথিত ব্যাখ্যার

মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ইসলামী মতাদর্শিক স্কুলগুলো দীর্ঘ ঝগড়া বাঁধিয়ে বসে আছে।

যদিও মতাদর্শ ও চিন্তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সকল ধর্মেই বিদ্যমান–এদের একটিকে অন্যটি সহ্য করার প্রবণতাও কম। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্কুল বা তরিকাগুলোতেও আজকাল দেখা যাচ্ছে এমন মতবিরোধ আর জ্ঞানানুশীলনের স্থবির অবস্থা বিরাজ করতে। মানুষের কল্যাণের জন্য তার নিকটবর্তী হয়ে তাকে আন্দোলিত করার প্রক্রিয়া তেমন নেই যতটা না দরবারি কাঠামোর অন্ধ-অনুসরণ বিদ্যমান।

তবু বিভিন্ন সূফী তরিকাগুলোর মারফতে একটা দীর্ঘ পরম্পরা বহাল আছে যার ভেতর দিয়ে টিকে আছে গুরুবাদের আদি পরম্পরাটি। যা না থাকলে হয়তো মানুষের আত্মিক ও পারমার্থিক কল্যাণের পথটিও বন্ধ হয়ে যেত। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে তা টিকে আছে, কখনো উজ্জ্বলরূপে কখনো নিভু নিভু হয়ে। মানুষের ভাবনা ও মনোজগতের বিকাশে মরমী অনুভব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য যে মানবদরদি ও প্রেম-প্রীতির সংস্কৃতি থাকা প্রয়োজন তার অভাব ঘটছে। মূল্যবোধের যে বিরাট অবক্ষয়

তার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তির নেশা–একেবারে একটা অগভীর জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে দিয়েছে যেন। অধিকমাত্রার সহজলভ্যতা অধিকমাত্রার ভাসমান অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়, অপধর্ম ও অপবিজ্ঞানের জয়জয়কারে মানবমনকে স্থবির করেছে; দিশাহীন হয়ে ঘুরপাক খায় সে কিন্তু ভুলে থাকতে পছন্দ করে সময় ও কালস্রোতে নিজের অস্তিত্বকে। এ ছাড়া তার কিছু করার উপায় নেই। তাকে ভুলিয়ে রাখার জন্য অনুষঙ্গের অভাব নেই, বিভ্রান্ত করার জন্য যুক্তি ও তর্কেরও অভাব নেই। কেবল একটি জিনিসের অভাব খুব বেশি, তা হলো, নিজেকে সময় দেয়া।

নিজেকে সময় দিতে না পারলে আত্মজাগরণের পথে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। নিজের জন্য চিন্তা করা, নিজেকে নিয়ে ভাবা, এ সকলই শুনতে খুব স্বার্থপর মনে হতে পারে কিন্তু ব্যক্তির বিকাশের স্বার্থেই তা জরুরী। পরিবার, সমাজ, কর্তৃত্বের কঠিন মানসিকতা হতে বেরিয়ে ভারমুক্ত হয়ে কেবল নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনুভূত হতে পারাই মূল কাজ। কর্মপ্রবাহ ও জীবনধারায় হারিয়ে গিয়ে কোনো প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়, না নিজের না অন্যের। নিজেকে

বিকশিত করতে না পারলে সব সার্থকতাই ব্যর্থতায় পতিত হয়, অপরিণত বিকাশ অপুষ্ট ধানের মত চিটা ধরে তাতে।

কাজেই মরমী আধ্যাত্মিকতার পথে কারো শখ করে আসা উচিত নয়। এলে ভুলপাঠ নিতে হবে এবং এ সম্পর্কে জ্ঞানের বদলে অজ্ঞানতাই জন্ম নেবে। জোর করে, বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি বা তর্ক দিয়ে একে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। হৃদয় যেমন প্রেমের ভাষাকেই বোঝে, মমত্ব ও ভালোবাসার সেতু রচনা করে, মরমী সূফী-ফকিরি পথের প্রবেশাধিকার এতেই।

বিশ্ববিখ্যাত সূফী কবি ও মহামানব **মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী** তাঁর জীবনের সকল অর্জনকে পায়ে ঠেলে শামস তাবরীজের মতো এক পাগল ফকিরের প্রেমে আশিক হয়ে রচনা করেছিলেন কোরান-নির্যাস 'মসনবী'। সে মসনবী সারাজীবন পাঠ করেও মারেফত সম্পর্কে একচুল পরিমাণ সত্যজ্ঞান লাভ হবে না; যদি গুরু-শিষ্য পরম্পরার অভিজ্ঞতা ও আত্মনিবেদন কারো ভেতর না থাকে। মূল কথা হলো প্রেমে ধরা খেতে হবে, যে ধরা খাবে তার পক্ষেই একে অনুধাবণ করা সহজ। পণ্ডিতি ও গবেষণার পদ্ধতি এখানে অচল। তাই তা দৃশ্যত সকলের জন্য না হলেও সার্বজনীন

কল্যাণকর সৃষ্টিশীল পথ হিসেবে বিশ্বমানবতার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে চিরকাল তার হৃদয়-দুয়ার খুলে রাখবে, বন্ধ হবার সুযোগ নেই।

আলেক সাঁই–অলখ নিরঞ্জন

Source of Image

Endpapers: from graphicdesignblog.org
Page 5: untitled Image *by Madeline Martinez*
Page 9: **Cafe** *from mennyfox55.tumblr.com*
Page 23: **light and shadow** *by Mehmet mustafa bulakbaşı*
Page 47: An image of Solo stage performance
by Sudipta Chatterjee, *Titled* ***`Man of the Heart'***
based on the life and times of Lalon Shah Fokir.



আজকের এ বিরাট বিশ্বগ্রাম বা Global Village কোথাও
তার দেশ নেই। কারণ সে নিজের কাছে অচেনা,
নিজেকেই যেন বুঝতে পারছে না, পরিচয় ঘটছে না
নিজের সঙ্গে, নানা মুখোশ পরে আছে সম্পর্ক-আদর্শ-
সমাজ-পরিবারের। এভাবে চলতে গেলে ভেঙে পড়বেই,
তার ভেতর একসময় তৈরি হবে বিতৃষ্ণ চরমপন্থা।
সবকিছু ভেঙে-চুরে পেতে চাইবে অন্ধের বাসনা।
বিশ্বজুড়ে আজকের যে অস্থিরতা, মানুষের সুন্দর মুখশ্রীর
অন্তরালে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, একে ঘোচাবার সহসা কোনো
আশা দেখতে পাচ্ছি না...

Writer's link : www.facebook.com/thinkazharforhad | twitter.com/azhar_forhad
azharforhad.com | azharforhadblog.wordpress.com | soundcloud.com/azhar-forhad

5610800620